বাসায় ফিরে জুলেখাকে কোথাও দেখল না। পেছনের ডেক-এর দরজাটা খোলা। বাইরে উঁকি দিয়েও তাকে কোথাও দেখা গেল না। নিশ্চয় আবার জঙ্গলে গেছে। একা একা এভাবে বন-জংগলের মধ্যে কিভাবে হাঁটাহাঁটি করে, ভেবে পায় না মিজান। কোন স্বাভাবিক মেয়ের পক্ষে কি সেটা সম্ভব হত? মনে হয় না। সত্যিই কি জুলেখার সাথে জ্বীন আছে? সেই জ্বীনই কি তাকে এমন সাহসী আর শক্তিশালী করেছে? বিশ্বাস করবে কি করবে না বুঝতে পারে না মিজান। রহমতের কথা মত কোন ওঝা-টোঝাকে দেখানোর আগে সে জুলেখাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাবে। তার পরিচিত একজন ভদ্রলোক আছেন। তার সাথে যোগাযোগ করে দেখতে হবে।

উপরে মাস্টার বেডরুমে এসে জামা কাপড় পাল্টাল মিজান। একবার ইচ্ছে হল বাইরে গিয়ে জুলেখাকে খুঁজে বের করে। কিন্তু একটু পরেই সাহস হারিয়ে ফেলল। জুলেখা না চাঁদনী - ঐ জঙ্গলের মধ্যে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে কি করে জানবে সে। মালটিপল পারসোনালিটি সম্বন্ধে কয়েকদিন ধরে বেশ কিছু পড়াশুনা করেছে। তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই বেশী হয়েছে। কেউ বলছে তারা এমনটা হরদম দেখে, আবার কেউ বলছে পুরোটাই সাইকিট্রিস্টদের কারসাজী। কাকে বিশ্বাস করবে সে বুঝতে পারে না। তবে জুলেখার কান্ডকারখানা যতটুকু দেখেছে, তাতে তার মনে হচ্ছে এর মধ্যে কিছু সত্যতা নিশ্চয় আছে। জুলেখা এমনিতে খুবই নরম সরম, লাজুক ধরণের মেয়ে। কিন্তু যখন সে চাঁদনীতে রূপান্তরিত হচ্ছে তখন সে শক্তিশালী, রাগী, নির্ভিক। এই রুপান্তরটা কিভাবে ঘটছে সে জানে না। যদি জুলেখাকে কোনভাবে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নেয়া যায়, তাহলে হয়ত অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে। শুধু খেয়াল রাখতে হবে, জুলেখা যেন সন্দেহভাজন না হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, জুলেখা এখনও ফেরেনি। মিজানের একটু চিন্তাই হচ্ছে। ভাবল আরও মিনিট পনের দেখবে, তারপর যাবে খুঁজতে। হয়ত বেশী দূরে চলে গেছে, পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কিংবা অন্য কোন বিপদেও পড়তে পারে। রান্নাঘরে গিয়ে দেখল অনেক কিছু রান্না করেছে। ভাত, মাছ, গোশত, তরকারী। খামখেয়ালী। আজ কোন কারণে রাঁধতে ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু দেখে মনে হল না নিজে কিছু খেয়েছে। হয়ত ভেবেছে মিজান ফিরে এলে দু'জন একসাথে খাবে। অস্থির বোধ করছে মিজান। শেষে খুঁজতে যাবারই সিদ্ধান্ত নিল। কিচেন কেবিনেট থেকে ফ্ল্যাশ লাইটটা বের করল। আলো দ্রুত কমে আসছে। বড় জোর আর আধা ঘন্টা, তার পরই চারদিকে ঘন করে অন্ধকার নেমে আসবে। আজ চাঁদ উঠবে, কিন্তু কখন উঠবে সে সঠিক জানে না। কোট ক্লোজেটে একটা বেসবল ব্যাট রাখে, যদি কখন কোন কারণে দরকার পড়ে, সেটাকে বের করে হাতে নিল। প্রস্তুত হয়ে যাওয়াই ভালো। কিসের সম্মুখীন হবে আগে থেকে বলার তো কোন উপায় নেই।

সে মাত্র দরজা খুলে বাইরে পা রাখছিল, দূরে জুলেখাকে দ্রুত পায়ে বাসার দিকে হেঁটে আসতে দেখল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এই বয়েসে এতো ঝুট ঝামেলা কি সহ্য হয়? তার হৃতপিন্ড সেই তখন থেকে জোরে জোরে ধুক-পুক করছিল। জুলেখাকে দেখে ধীরে ধীরে কমে এল। সে কুসংস্কারছন্ন নয়, কিন্তু রাতের বেলা বনে জঙ্গলে যাবার মত সাহস তার নেই। আর কিছু না হোক জীব জন্তু তো থাকতে পারে। মানুষের ভয়ওতো আছে। জুলেখা বাসায় ঢোকার আগেই ফ্ল্যাশলাইট এবং বেসবল ব্যাট লুকিয়ে ফেলল মিজান।

জুলেখা দেখলে কি ভাববে কে জানে।
ভেতরে ঢুকেই লজ্জিত মুখে হাসল জুলেখা। "অনেক দেরী করে ফেললাম। হাঁটতে হাঁটতে একটু দূরে চলে গিয়েছিলাম। কখন এসেছেন আপনি?"
মিজান কোমল গলায় বলল, "খুব বেশীক্ষন না। অফিসে কাজের চাপ অনেক। আমি তোমাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলাম।"
মৃদু হাসল জুলেখা। "আমাকে নিয়ে ভাববেন না। আমার কিচ্ছু হবে না। নিশ্চয় ক্ষিধা লেগেছে। খাবার দেব?"
"তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস। আমি দিচ্ছি।"
"না, না। আমি দিচ্ছি। আপনি লিভিংরুমে গিয়ে বসুন। আমি টেবিল সাজিয়ে ডাকছি।"
মিজান আপত্তি করল না। সে বাধ্য ছেলের মত লিভিংরুমে গিয়ে বসে একটা ম্যাগাজিন পড়তে লাগল। জুলেখার ইচ্ছায় বাঁধ না সাধাই ভালো। চাঁদনীকে সে দেখতে চায় না। যতক্ষন জুলেখা আছে ততক্ষণই ভালো।
খাওয়া দাওয়ার পর্ব একরকম নীরবেই চুকল। জুলেখা নিজের থেকে সাধারণত কথা বার্তা শুরু করে না। ক'দিন আগেও কথাবার্তা বলা নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না মিজানের। কিন্তু এখন সে কি নিয়ে কথা বলবে বুঝতে পারে না। ভয়ও হয়, কি থেকে কি প্রসঙ্গ উঠে আসে।
ডিনারের পর থালাবাসন ধুতে ব্যাস্ত হয়ে পড়ে জুলেখা। তাকে দেখে মনেই হয় না তার মধ্যে কোনরকম অস্বাভাবিকতা আছে। একটা সবুজ ডোরা কাটা সুতির শাড়ি আলুথালু করে পরা, কোমর সমান চুল খোপা করে বাঁধা, আপন মনে গুনগুন করে একটা গানও গাইছে। প্রেমের গান। মিজানের প্রতি তার কোন মনযোগ নেই। কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেয় মিজান। থাক, ওকে বিরক্ত করবার কোন দরকার নেই। সে ডেক-এ গিয়ে একা একা কিছুক্ষন হাঁটল। আধখানা চাঁদ উঠেছে, চমৎকার রুপালী আলোয় চারদিক প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। গাছপালার উপর প্রতিফলিত হয়ে সেই আলো একটা অদ্ভুত দৃশ্যের তৈরি করেছে। মিজান কখনই খুব একটা রোমান্টিক ছিল না। নায়লা ছিল। সে-ই তাকে জোর করে করে নানা জায়গায় নিয়ে যেত, জ্যোৎস্নায় বাইরে বের করে হাত ধরে হাঁটত, গান গাইতে পারত না কিন্তু রাজ্যের সব রোমান্টিক গান শুনত – বাংলা, হিন্দী, উর্দু, মাঝে মাঝে ইংরেজীও। গজল খুব পছন্দ করত। জুলেখাকে বিয়ে করার পর থেকে নায়লাকে নিয়ে চিন্তা করতে তার দ্বিধা হত, নিজেকে অপরাধী মনে হত। আজ তার কেন যেন নায়লাকেই শুধু মনে পড়ছে। তার মনে হচ্ছে তার প্রেম হারিয়ে গেছে কোন অজানায়। সে ভেবেছিল আবার সেই হারিয়ে যাওয়া প্রেমকে সে খুঁজে নেবে, কিন্তু যা ভেবেছিল তার কিছুই হয় নি।
রাত নয়টার দিকে বিছানায় চলে গেল মিজান। জুলেখা নীচের ফ্যামিলিরুমে সোফায় আয়েস করে বসে টেলিভিশন দেখছে। বাংলাদেশী টিভি চ্যানেল। নাটক দেখাচ্ছে। চুপি চুপি উপরে বেডরুমে চলে আসে মিজান। জুলেখা এখন আর এই ঘরে একেবারেই শোয় না। রাগ করে যে ঘরে সে ক্ষনস্থায়ী আবাস গেড়েছিল, সেটাই এখন তার স্থায়ী ঠিকানা হয়ে গেছে। মিজান এই প্রসঙ্গ একেবারেই তোলে না। জুলেখার যেখানে ইচ্ছা থাকুক। মিজানের কোন ক্ষতি না করলেই হয়। কেনই বা করবে? সে তো তার ভালো বই মন্দ

কিছু করে নি।
চোখের পাতা মাত্র লেগে আসছিল, হঠাৎ দরজা ঠেলে ভেতরে এলো জুলেখা। "শুনছেন?"
চমকে বিছানায় উঠে বসে মিজান। নাইট লাইটের ক্ষীণ আলোয় জুলেখাকে রহস্যময়ী মনে হয়। চুল ছেড়ে দিয়েছে সে। পিঠময় এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে। শাড়ীটাও মনে হল সুন্দর করে পরেছে। মনে হল পারফিউমের গন্ধও নাকে এলো। তার প্রিয় পারফিউম। ঘুম ছুটে গেল মিজানের। জুলেখার এই রুপের সাথে সে একেবারেই পরিচিত নয়। অভাবনীয়।
"কি জুলেখা? কিছু হয়েছে?" ধড়ফড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মিজান।
"বাইরে সুন্দর চাঁদ উঠেছে। চলেন, পেছনের মাঠে গিয়ে হাঁটব।" জুলেখার কথা নির্দেষের মত শোনায়।
ঘড়ি দেখল মিজান। রাত দশটা। খুব একটা রাত নয়। কিন্তু এই এলাকায় সন্ধ্যা হবার সাথে সাথেই চারদিকে এতো নীরব হয়ে পড়ে যে মনে হয় রাত অনেক গভীর হয়েছে। স্লিপারটা পায়ে গলিয়ে গেঞ্জীর উপর একটা শার্ট পরে নিল মিজান। "চল।"
জুলেখাকে অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। ডেক-এ যাবার স্লাইডিং ডোরটা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল জুলেখা। হাতের ইশারায় তাকে আসতে বলল। কয়েক ধাপ কাঠের সিঁড়ি পাড়িয়ে ঘাসের উপর নামল ওরা। উষ্ণ রাত, ভেজা ঘাস, চমৎকার বাতাসের চলাচল। আধখানা চাঁদ আকাশ আলোকিত করে ভেসে আছে, যেন ছলকে ছলকে ছড়িয়ে দিচ্ছে তার আনন্দময় দীপ্তি। জুলেখা পায়ের স্যান্ডেল খুলে খালি পায়ে হাঁটতে শুরু করেছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে হিম সিম খেতে হচ্ছে মিজানকে। মাঠের কোথাও কোথাও কর্দমাক্ত, জলাময়, গোড়ালী পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। সেদিকে কোন খেয়াল নেই জুলেখার। সে যেন কোন এক ঘোরের মধ্যে রয়েছে। মিজান কি করবে বুঝতে পারছে না। কোথায় যাচ্ছে মেয়েটা? ডাকলে কি রেগে যাবে? বাড়ী থেকে প্রায় শ' দুই গজ চলে এসেছে ওরা। আরেকটু গেলেই জঙ্গল। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে মিজানের। কোথায় নিয়ে চলেছে জুলেখা? এভাবে তাকে অনুসরণ করাটা বোধহয় ঠিক হয়নি।
খানিকটা কাদা মাটি পাড়িয়ে একটা ছোট্ট ঢিবির উপর উঠল জুলেখা। তার পেছনে থামল মিজান। আলতো হেসে তার দিকে ফিরল জুলেখা। দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে নিজের চারদিকে একপাক ঘুরল। "কি সুন্দর লাগছে দেখেছেন? চাঁদ রাতে আমার যে কি ভালো লাগে? ইচ্ছা হয় যতক্ষণ আকাশে চাঁদ থাকবে ততক্ষণ শুধু বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। আপনার জ্যোৎস্না ভালো লাগে?"
জোৎস্না নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছে না মিজান। সে বরং একটু দুশ্চিন্তার মধ্যেই আছে। এই মেয়েটার সঙ্গ সে উপভোগ করবে নাকি আতঙ্কিত হয়ে থাকবে ঠিক বুঝতে পারছে না। চাঁদের ম্লান আলোয় জুলেখাকে সুন্দর লাগলেও সেই সৌন্দর্য সাধারণ মানবীয় মনে হয় না তার কাছে। কি যেন একটা অস্বাভাবিকতা সেখানে আছে। তার এই পর্যায়ে একটু ভয় ভয় করছে। তার কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জুলেখা। তার কণ্ঠস্বর চড়ল। "কি জিজ্ঞেস করছি শুনতে পাচ্ছেন?"
বাধ্য ছেলের মত মাথা নাড়ল মিজান। "উত্তর দিচ্ছেন না কেন?" ধমকে ওঠে জুলেখা।

"আমার সঙ্গ ভালো লাগছে না?"
"খুব ভালো লাগছে," দ্রুত বলে মিজান। জুলেখার কণ্ঠে উষ্মা। লক্ষন ভালো নয়।
"লাগছে না। দেখেই বুঝতে পারছি। ভয় করছে? এতো ভয় কিসের? বিয়ে করার সময় তো ভয় লাগে নি?" হিস হিসিয়ে উঠল জুলেখা।
মিজান কণ্ঠস্বরে যতখানি সম্ভব আন্তরিকতা ফুটিয়ে বলল, "জুলেখা, আমার সত্যিই ভালো লাগছে। এসো, একটু বসি। এখানটাতে শুকনা আছে।" হাত বাড়িয়ে জুলেখার একটা হাত আলতো করে ধরল সে। পরবর্তি ব্যাপারটা খুব দ্রুত ঘটল, মিজান কিছু বুঝে উঠবার আগেই। হাতটা ঝটকা মেরে ছুটিয়ে নিয়ে চকিতে তার দিকে ঘুরল জুলেখা, বিদ্যুত বেগে একটা থাপ্পড় বসাল মিজানের মুখে। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল মিজান, তার মাথা বন বন করে ঘুরছে। দর্পিত পায়ে তার দিকে এগিয়ে এলো জুলেখা। ফোঁস করে উঠল, "হাত ধরলি কেন? বলেছি হাত ধরতে?"
মিজান হামাগুড়ি দিয়ে পেছনে সরে গিয়ে দু'জনার মাঝখানে দূরত্বটা বাড়ানোর চেষ্টা করল। কাদায় জামাকাপড় মাখামাখি হয়ে গেছে। দূর্বল পায়ে উঠে দাঁড়াল, জুলেখার উপর চোখ। আবার কিছু করে বসবে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে সে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। মিজানের দিকে আরেক পা এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, "চাঁদনী খারাপ মেয়ে না, বুঝেছিস?"
তাকে এগিয়ে আসতে দেখে সাহসের বাঁধ ভেঙে গেল মিজানের, বাড়ী লক্ষ্য করে ছুট দিল। ভয় হচ্ছিল চাঁদনী হয়ত তার পিছু নেবে, ধরে ফেলে বেধড়ক পেটাবে। কিন্তু তেমন কিছু হল না। পেছন থেকে মেয়েটার তীক্ষ্ণ, উদাত্ত হাসির শব্দ রাতের স্বাভাবিক নীরবতায় ঝন ঝন করে উঠল। মিজানের সমস্ত শরীর ছম ছম করে উঠল। দৌড়ের গতি বাড়ল। বাসার ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে হাপরের মত হাপাল কিছুক্ষন। দম ফিরতে বাইরে তাকিয়ে দেখল জুলেখা সেই ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে মুখ উঁচিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। একাধারে মনোরম এবং ভয়ংকর একটা দৃশ্য। ঠান্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করে মিজান। কি করবে? রহমতকে ফোন লাগাবে একটা? সেই বা কি করবে? তবে কি পুলিশে ফোন দেবে? তারাই বা কি করবে?
শেষ পর্যন্ত কিছু না করারই সিদ্ধান্ত নিল। আরেকটু অপেক্ষা করে দেখা যাক। সে যদি সত্যিই মিজানের ক্ষতি করতে চাইত, তাহলে ইতিমধ্যেই করত। তবুও সাবধানের মার নেই। বেসবল ব্যাটটা সাথে নিয়ে লিভিংরুমে একটা সোফায় গুটিসুটি মেরে শুল। তার শরীরটা খুব ভালো লাগছে না। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়া যেত। কিন্তু ঠিক করল জুলেখা ঘরে না ফেরা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে।
সকালে ঘুম ভাঙতে সময় দেখে তার চোখ কপালে উঠে গেল। নয়টা! চারদিকে তাকিয়ে অবাক হবার পালা। নিজের বিছানাতেই সারারাত ঘুমিয়েছে সে। যার অর্থ, জুলেখা তাকে সোফা থেকে উপরে এনে শুইয়ে দিয়েছে। দৃশ্যটা ভাবতেই তার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। করিডোরে এসে দেখল জুলেখার ঘরের দরজা বন্ধ। ফোনটা বাজছে। ছুটে গিয়ে ফোনটা ধরল। মাইক। জানতে চাইছে সে কখন আসবে? বাসায় সব ঠিক আছে কিনা? মিজান তাকে ঘন্টা খানেকের মধ্যে আসতে বলে বাথরুম সারতে গেল। প্রতিটা দিন তার

কাছ একটা সংগ্রামের মত মনে হচ্ছে। এভাবে কত দিন চলবে?